হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

এলজিইডি ভবন (লেভেল-১১) আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

Tel : 880 2 58155581; 880 2 58151387; Fax: 880 2 58155581, Email: pd.hfmlip@lged.gov.bd;
For more information visit:http://www.lged.gov.bd/ProjectLibrary.aspx?projectID=290

আমাদের ঐক্য আমাদের সংগঠন
আমাদের সংগঠন আমাদের শক্তি
আমাদের জলাভূমি আমাদের সম্পদ
আমাদের সম্পদ আমাদের উন্নয়ন
আমাদের উন্নয়ন দেশের উন্নয়ন

নেট পেনে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

নভেম্বর, ২০১৭

নেট পেনে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

১.০ কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১
২.০ নেট পেনে মাছ চাষ কার্যক্রমের প্রাথমিক জরিপ ১
৩.০ সুফলভোগী নির্বাচন পদ্ধতি ১
৩.১ সুফলভোগী ১
৩.২ নেট-পেনের জায়গা ২
৩.৩ মালিকানার ধরণ ২
৪.০ অগ্রাধিকার তালিকা প্রনয়ণ ৩
৫.০ সুফলভোগী দলের আকার ও কাঠামো ৩
৬.০ সুফলভোগী দল গঠন পদ্ধতি ৩
৬.১ দল গঠনের পদক্ষেপসমূহ ৩
৬.২ নেট-পেনে মৎস্য চাষী দলের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৪
৭.০ নির্বাচিত সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রারম্ভিক তথ্য সংগ্রহ বিষয়ক জরিপ পরিচালনা ৫
৮.০ সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ৫
৯.০ প্রাক্কলন তৈরী, অনুমোদন ও অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়া ৫
১০. সুফলভোগীদের জন্য পরিচিতি ও ইনপুট কার্ড প্রদান ৭
১১.লভ্যাংশ বন্টন ৭
১২.কার্যক্রমের মেয়াদকাল ৮
১৩. কর্মপদ্ধতি ৮
১৪. সাইনবোর্ডে যা উপস্থাপিত হবে ৮
১৫. প্রতিবেদন তৈরী ও প্রেরণ ৮

কারিগরি অংশ

১৬. নেট পেনে মাছ চাষের মৌলিক ধারণা ৯
১৭. নেট পেনে মাছ চাষের উদ্দেশ্য ও সম্ভাবনা ৯
১৮. নেট পেন এর জন্য মাছ চাষ উপযোগী জলাশয় ও তা নির্বচন পদ্ধতি ১০
১৯. নেট পেনে পোনা মজুদপূর্ব কার্যক্রম ১১
২০. নেট পেন নির্মাণ কৌশল ১২
২১. আমরা কিভাবে মাছ চাষ শুরু করবো ১৩
২১.১. নেট পেনের পাড়, তলা সংস্কার, আগাছা পরিষ্কার, রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দমন ১৩

২১.২. নেট পেনে চুন প্রয়োগ করা ১৪
২১.৩. পোনা মজুদের পূর্বে করণীয় কাজ ১৫
২১.৪. ভাল ও খারাপ পোনা সনাক্ত করণ :রুই জাতীয় মাছের পোনা ১৬
২১.৫. পোনা পরিবহন ও শোধন ১৬
২২. পোনা মজুদ ১৬
২৩. পোনা মজুদ করার পর করণীয় কাজ ১৭
২৪. মাছের সম্পূরক খাবার ১৭
২৫. মাছের পরিচর্যা ১৮
২৬. মাছের রোগ বালাই দমন.. ১৮
২৭. মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ.. ১৮
২৮. আয়-ব্যয় বিবরণী তৈরি, লভ্যাংশ বিতরণ এবং ভবিষৎ তহবিল গঠন ১৮

<u>সংযোজনীঃ ১-৬</u>

নেট পেনের জন্য সম্ভাব্য উপযোগী জলাশয়ের জরিপ ছক পত্র (সংযোজনী -১) ১৯
নেট পেনে মৎস্য চাষী দলের অগ্রাধিকার তালিকা (এনপিএফজি) গঠন (সংযোজনী -২).. ২০
নেট পেন জলাশয়ের মালিক/ইজারা দাতা ও সুফলভোগীর মধ্যে চুক্তিপত্র (সংযোজনী -৩) ২১
প্রকল্প ও সুফলভোগীর মধ্যে চুক্তিপত্র (সংযোজনী -৪).. ২২
নেট পেনে মাছ চাষ কার্যক্রমের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (সংযোজনী -৫) ২৩
নেট পেনে মাছচাষ সংক্রান্ত বাজেট : বিনিয়োগ খরচ (সংযোজনী -৬).. ২৪-২৬

নেট পেনে মাছ চাষ কৌশল ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নির্দেশিকা

১.০ কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সুফলভোগী নির্বাচনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পতিত জলাশয়ে মাছের বর্ধিত উৎপাদনের সাহায্যে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র ও দুঃস্থ্য মহিলা মৎস্য চাষী ও মৎস্যজীবি জনগোষ্টিকে সার্বিকভাবে সহায়তা করা। তাছাড়া অভীষ্ট সুফলভোগী নির্বাচনের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

- দরিদ্র ও দুঃস্থ্য মহিলা মৎস্য চাষী ও মৎস্যজীবি জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা।
- উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সরাসরি অংশগ্রহণ এবং তাদের মধ্যে মালিকানাবোধ উন্নয়নের বিষয় নিশ্চিতকরণ।
- অন্ন বস্ত্রহীন দরিদ্র মহিলাদের জন্য কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করণ।
- ন্যায় ভিত্তিক সম্পর্কের মাধ্যমে নারী-পুরুষের কাজ করার ব্যাপারে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিতকরণ।
- কাজের মন্দা সময়ে দরিদ্র শ্রেণীর জন্য বিকল্প আয়ের সংস্থান নিশ্চিতকরণ।
- বৃহৎ পরিসরে কাজে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে দরিদ্রদের ক্ষমতায়ণ করা।

২.০ নেট পেনে মাছ চাষ কার্যক্রমের প্রাথমিক জরিপ

কার্যক্রমের অভীষ্ট সুফলভোগী নির্বাচন করতে হলে প্রথমেই নির্ধারিত প্রকল্প এলাকায় কি পরিমাণ ও কি ধরণের নেট-পেনে মাছ চাষের উপযোগী জলাশয় রয়েছে তা বিস্তারিত ভাবে জানা একান্ত প্রয়োজন। আর সে কারণেই সবার পূর্বে প্রকল্প এলাকার বিদ্যমান জলাশয়গুলির জরিপ করে রিসোর্স ম্যাপ তৈরি করতে হবে(**সংযোজনী -১**)। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের কমিউনিটি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেশন এক্সপার্ট এর নেতৃত্বে প্রকল্পের এসএমএস (মৎস্য) এবং এসও (মৎস্য) প্রাথমিক জরিপ কাজ সম্পাদন করবে। তালিকা প্রণয়নকালে গ্রামের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রতিটি জলাশয়ের পাড়ে জরিপকারী দলের প্রতিনিধিকে যেতে হবে এবং গভীরভাবে জলাশয়ের অবস্থা, মালিকানা, উৎপাদনশীলতা ও পারিপার্শ্বিকতা সুচারুভাবে পর্যবেক্ষণপূর্বক জলাশয়ের মালিকের সাথে আলাপ আলোচনা করে কাঙ্খিত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে।

৩.০ সুফলভোগী নির্বাচন পদ্ধতি

প্রকল্পের কাঙ্খিত ফলাফল অভীষ্ট জনগণের মাঝে পৌছে দেয়াই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। আর সে কারণেই কার্যক্রমের সফলতার জন্য নির্ধারিত সুফলভোগী নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং নেট-পেনে মাছ চাষের লক্ষ্যে কাংখিত সুফলভোগী নির্বাচনের জন্য সম্পাদিত জরিপের তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত নীতিমালা মোতাবেক প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাই করেই প্রকৃত সুফলভোগী নির্বাচন করতে হবে।

৩.১ সুফলভোগী

- সুফলভোগীকে দরিদ্র মৎস্য চাষী অথবা মৎস্যজীবি হতে হবে। এক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তরের আইডি কার্ডধারী মৎস্যজীবিদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- সুফলভোগীকে উপ-প্রকল্প এলাকার নির্বাচিত নেট পেন সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা গ্রামসমূহের অধিবাসী হতে হবে এবং তার পরিবারের কাউকে মৎস্য আহরণ বা মৎস্য চাষ বিষয়ক কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

- সুফলভোগীকে অবশ্যই নেট-পেনে মাছ চাষে আগ্রহী হতে হবে এবং প্রকল্পের নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক নেট-পেনেমাছ চাষ করতে হবে।
- দলগতভাবে মাছ চাষে কোন প্রকার আপত্তি থাকা চলবে না এবং দলের অন্যান্য সকল সদস্যদের ন্যায় সমহারে প্রাথমিক বিনিয়োগ ও শ্রম প্রদানে ইচ্ছুক থাকতে হবে।
- শারীরিকভাবে কর্মক্ষম, পূর্ণ বয়স্ক এবং কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহী হতে হবে।
- একটি পরিবার হতে শুধুমাত্র এক জন সুফলভোগী বিবেচনা করা হবে ।
- সুফলভোগীর বসত ভিটা ছাড়া সর্বোচ্চ ২ একরের উর্দ্ধে ফসলীজমি থাকতে পারবেনা এবং বাৎসরিক আয় ৬০,০০০/- টাকার অধিক হবেনা।
- পেনের জন্য নির্বাচিত জমির মালিককেও সুফলভোগী হিসাবে বিবেচনা করা যাবে।
- আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সুফলভোগী হিসেবে নির্বাচিত হতে পারবেনা।
- মৎস্যজীবি ছাড়াও হতদরিদ্র পরিবারের সদস্যকে সুফলভোগী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩.২ নেট-পেনের জায়গা

সরকারী মালিকানাধীন বিল, হাওর বা নদী এবং বেসরকারী মালিকানাধীন বিল ও নীচু এলাকার ধান ক্ষেত নেট-পেনে মাছ চাষের জন্য খুবই উপযোগী। নেট-পেনের জন্য সম্ভাব্য উপযোগী জায়গা নির্বাচনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করা যেতে পারে:-

- জায়গাটি লোকালয়ের কাছাকাছি অবস্থিত থাকবে এবং তার আয়তন ৪-৩০ একরের মধ্যে হতে হবে;
- জায়গাটি বন্যামুক্ত খোলামেলা স্থানে থাকবে যেখানে দিনের বেশীর ভাগ সময় সূর্যের আলো পড়ে;
- নির্বাচিত জায়গাটিতে নেট-পেন স্থাপনের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ বিশেষ করে পাড় নির্মাণ খাতে বেশী অর্থ বিনিয়োগ করা যাবে না। জায়গাটি হতে হবে কোন নদী বা খালের মরা অংশ, যার একদিকে অথবা দুই দিকে বানা দিয়ে বেষ্টনী তৈরী করে স্বল্প ব্যয়ে মাছ চাষ কাজে ব্যবহার করা হবে। একইভাবে সরকারী বা বেসরকারী মালিকানাধীন বিলের ঘোপ এলাকাও বিবেচনা করা হবে। বেসরকারী মালিকানাধীন নীচু ধান ক্ষেতেও বানা দিয়ে ঘিরে মাছ চাষের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩. ৩ মালিকানার ধরণ

- প্রস্তাবিত নেট-পেনের জায়গাটি সরকারি মালিকানাধীন হতে পারে যা নির্বাচিত সুফলভোগীদের অনুকূলে সরকারের পক্ষ থেকে ইজারা নেয়া হবে। এক্ষেত্রে অংশ গ্রহণকারী সদস্যগণ সমান হারে অংশীদারিত্ব পাবে এবং সমহারে প্রাথমিক বিনিয়োগ করবে ও তদানুযায়ী লভ্যাংশ ভোগ করবে।
- নেট পেনের সম্ভাব্য জায়গা ব্যক্তি মালিকানাধীনও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ মোতাবেক মালিকানা ও মালিকানার হার নির্ধারণ করতে হবে।
- প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সুফলভোগী হিসাবে জমির অংশীদারিত্ব অনুযায়ী প্রথিমিক বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী লভ্যাংশ বিতরণের পরিমাণও ঠিক করে নিতে হবে। পরস্পরের সমঝোতার ভিত্তিতে এ বিষয়ে সকলে দলগত ভাবে প্রস্তাবিত জায়গায় নেট-পেনে মাছ চাষে সম্মত রয়েছেন মর্মে ইজারা দাতা/ জলশয়ের মালিক এর সহিত একটি চুক্তি ও সম্পাদন করতে হবে (**সংযোজনী -৩**)।

- দরিদ্র ভূমিহীন মৎস্যজীবিদেরকেও এ জাতীয় কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করণের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

৪.০ অগ্রাধিকার তালিকা প্রনয়ণ

সুফলভোগী নির্বাচনের লক্ষ্যে **সংযোজনী-২** মোতাবেক একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রনয়ণ করতে হবে। প্রকল্পের কমিউনিটি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেশন এক্সপার্ট এর নেতৃত্বে প্রকল্পের এসএমএস (মৎস্য) উক্ত অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করবে।

৫.০ সুফলভোগী দলের আকার ও কাঠামো

প্রতি একর আয়তন বিশিষ্ট নেট-পেনের জন্য ২-৩ জন সুফলভোগীসদস্য থাকতে পারে। তবে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় এ সদস্য সংখ্যা পরিবর্তন যোগ্য। একটি নেট-পেন কার্যক্রমের জন্য একটি মাত্র সুফলভোগী দল থাকবে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দলের মোট সদস্য সংখ্যার ৩০ শতাংশ অবশ্যই মহিলা হতে হবে। সুফলভোগী দলের সকল সদস্য বিনিয়োগ ও শ্রম প্রদানে সমানভাগে অংশীদার হবে এবং পাশাপাশি লভ্যাংশ অর্জনেও অনুরূপ সমতা থাকবে। তবে বেসরকারী মালিকানাধীন নেট-পেনে মাছ চাষের ক্ষেত্রে জমির অংশীদারিত্ব ও বিনিয়োগের হারা হারি হিসেবে লভ্যাংশ ভোগ করবে। দল পরিচালনার সুবিধার্থে সুফলভোগী দলকে একটি কার্যকরি কমিটিতে রূপ দেয়া যেতে পারে যা নেট-পেনে মাছচাষ ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসেবে বিবেচিত হবে (এনপিএফএমসি)। এ কমিটির সদস্য সংখ্যা ৭-১১ জন থাকতে পারে। এগার সদস্য বিশিষ্ট সুফলভোগী দল হলে কমিটির কাঠামো নিম্নরূপ হতে পারেঃ

সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ তিনটি পদের যেকোন একটিতে ১ জন মহিলা থাকতে পারে।

সভাপতি	১জন
সম্পাদক	১জন
কোষাধ্যক্ষ	১জন
সদস্য	৮জন (৩জন মহিলা)
মোট	**১১ জন**

৬.০ সুফলভোগী দল গঠন পদ্ধতি

৬.১ দল গঠনের পদক্ষেপসমূহ

- প্রতিটি নেট-পেনে মাছ চাষ কার্যক্রমের জন্য একটি দল থাকবে। দলের নাম হবে ------------- নেট-পেনে মাছ চাষী দল (Net-pen Fish Culture Group), (এনপিএফজি) **সংযোজনী -৩**।
- প্রতি একর জলাশয়ের জন্য ২-৩ জন সুফলভোগী নির্বাচিত হবে। এসব সুফলভোগীই নেট-পেনে মাছ চাষী দলের সাধারণ সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবে।
- নেট-পেনে মাছ চাষী দলের সাধারণ সদস্যদের সরাসরি গোপন ভোটের মাধ্যমে নেট-পেনে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা কমিটি (এনপিএফএমসি)নির্বাচিত হবেন। সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষকেদলের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে খাতাপত্র ও প্রতিবেদন তৈরীর প্রয়োজনীয় লেখা পড়া জ্ঞান থাকতে হবে।
- কমিটি গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে যার মেয়াদ হবে ১(এক) বছর।

৬.২ নেট-পেনে মৎস্য চাষী দলের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সদস্যদের দায়িত্ব

- দলের নিয়মনীতিসমূহ মেনে চলা।
- কাজসমূহের গুণগতমান ঠিক রেখে নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করা।
- প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করা।

সভাপতির দায়িত্ব

- প্রকল্পের স্বার্থে কাজের চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করা।
- অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে একই মজুরীতে কাজ করা।
- সদস্যদের মধ্যে কাজ বন্টন করা এবং কাজ পর্যবেক্ষণ করা।
- সকল সদস্য / সদস্যাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে উদ্ভূত সমস্যা নিরসন করা।
- সংঘঠনের অন্যান্য সদস্যদের কার্যক্রম (মাছ চাষ বিষয়ক) নিয়মিত মনিটরিং করা।
- দলকে নেতৃত্ব প্রদান করা।
- সংগঠনের নিয়মিত সাধারণ সভাসহ অন্যান্য সভা পরিচালনা করা।

সম্পাদকের দায়িত্ব

- প্রকল্পের স্বার্থে কাজের চুক্তিনামায় যৌথ স্বাক্ষর (সভাপতিসহ) করা।
- চুক্তিনামার শর্ত মোতাবেক কাজ বাস্তবায়ন করা।
- অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় একই মজুরীতে কাজ করা এবং সকল সদস্যেদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- নেতৃত্ব প্রদানে সভাপতিকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।
- সদস্যদের মাঝে কাজের সমন্বয় সাধন করা।
- প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তাকে সকল সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করা।
- সভা পরিচালনায় সহযোগীতা করা।
- সভাপতির অনুমোদনে সভা আহবান করা ও সভা পরিচালনায় সভাপতিকে সহযোগিতা করা।

কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব

- সংগঠনের যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করা।
- সংগঠনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার আলোকে বিস্তারিত বাজেট প্রস্তুত করা এবং তা অনুমোদন করানো।
- সংগঠনের সদস্যদের নিয়মিত চাঁদা, সঞ্চয়, অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত আয়, অনুদান ইত্যাদি নির্ধারিত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা এবং নিয়মিত ভাবে উক্ত রেজিষ্টারে সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদকের ও প্রকল্পের মাঠকর্মীদের স্বাক্ষর নেয়া।

- প্রতি ছয় মাস অন্তর সংগঠনের বিভিন্ন হিসাব বিবরণী তৈরী করা এবং তা সাধারণ সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন করানো।
- সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে ব্যাংক হিসাব/তহবিল লেনদেন বা পরিচালনা করা।

৭.০ নির্বাচিত সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রারম্ভিক তথ্য সংগ্রহ বিষয়ক জরিপ পরিচালনা

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যগুলির অন্যতম হলো দরিদ্র ও দুঃস্থ্য জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় প্রাণীজ আমিষের যোগান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র পীড়িত জনগণের পুষ্টিমান উন্নয়ন করা। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জনগনের জীবনমান উন্নয়নের যে ধারা সূচিত হবে, তা যাচাই করে দেখার জন্য সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রারম্ভিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা অতীব প্রয়োজনীয়।এতদলক্ষ্যেবসতবাড়ীর পুকুরে মাছ চাষ নির্দেশিকায় ব্যবহৃত **সংযোজনী-৬** মোতাবেক নির্বাচিত সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রারম্ভিক তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে।

৮.০ সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

- নেট-পেনে মাছ চাষ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে সুফলভোগীদেরকে নেট-পেনে মাছ চাষের উপর নির্ধারিত প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী দলীয়ভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রতি দলকে জেলা অনুযায়ী এক দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তা বছরে একবারই হবে। এ জাতীয় প্রশিক্ষণ নেট-পেনের জন্য নির্ধারিত জলাশয়ের পাড়েই অনুষ্ঠিত হবে।
- প্রশিক্ষণের আয়োজন, পরিচালনা এবং সুযোগ সুবিধা সার্বিকভাবে প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী অনুসরণ করা হবে।
- প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী এবং সংশ্লিষ্ট এসএমএস (মৎস্য) ও এসও (মৎস্য) গণের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হবে।
- প্রশিক্ষণের বিষয় সূচীতে কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা বিষয়, সামাজিক সচেতনতা, নেতৃত্ব উন্নয়ন, সংগঠনের গতিশক্তি / গতিশীলতা, পরিবীক্ষণ এবং জেন্ডার ইস্যু অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- রিসোর্স পারসন হিসেবে সংশ্লিষ্ট মৎস্য কর্মকতাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৯.০ প্রাক্কলন তৈরী, অনুমোদন ও অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়া

৯.১ নেট-পেনের জায়গাটি চুড়ান্ত ভাবে চিহ্নিতকরণের পর উপজেলা প্রকৌশলীর নেতৃত্বে এলজিইডির উপসহকারী প্রকৌশলী/সার্ভেয়ার, প্রকল্পের উপসহকারী প্রকৌশলী, কমিউনিটি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেশন এক্সপার্ট এবং এসএমএস (মৎস্য) এর মাধ্যমে যৌথভাবে পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নেট-পেনে মৎস্য চাষের জন্য প্রাক্কলন তৈরী করবেন এবং প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে পৌছাতে হবে। প্রাক্কলনে নেট-পেনের উন্নয়ন ও পরিচালনা ব্যয়ের বিস্তারিত বিরবণ থাকবে **সংযোজনী -৬**।

৯.২ কোন জেলায় জেলা প্রকল্প সমন্বয়কারী / সিআরএমসিই না থাকিলে সেই জেলায় সংশ্লিষ্ট এসএমএস/ এফএস (মৎস্য) উপজেলা প্রকৌশলীর মাধ্যমে প্রাক্কলন নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করিবেন এবং নির্বাহী প্রকৌশলী চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করিবেন।

৯.৩ প্রকল্প পরিচালক অনুমোদিত স্কীমের বিপরীতে নির্বাহী প্রকৌশলীর চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিবেন।

৯.৪ নির্বাহী প্রকৌশলী উপজেলা প্রকৌশলীর চাহিদার ভিত্তিতে ৩(তিন)/ ততোধিক কিস্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিবেন। উপজেলা প্রকৌশলীর চাহিদা মোতাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী ও চুক্তিবদ্ধ নেট পেনে মাছ চাষী দলের যৌথ ব্যাংক একাউন্টে অর্থ প্রদান করবেন।

৯.৫ মাছ চাষী দলের ব্যাংক একাউন্ট দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীর স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে যে কোন একজন এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীর যৌথ স্বাক্ষর থাকতে হবে।

৯.৬ মৎস্য আহরণের পর বিক্রিত টাকা সরাসরি ব্যাংক একাউন্টে জমা করতে হবে এবং আয়-ব্যয় হিসাব করে সদস্যদের মধ্যে সমহারে লভ্যাংশ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। ছাড়কৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে অন্যথায় ছাড়কৃত অর্থ ফেরত আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

৯.৭ অর্থ পরিশোধের বিভাজন নিম্নরূপ ঃ

কিস্তি	অর্থ পরিশোধের পরিমাণ	মোট অর্থ পরিশোধের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণ	ক্রমপুঞ্জিত সম্পাদিত কাজের পরিমাণ
প্রথম (অগ্রীম)	চুক্তিমূল্যের ৬০%	৬০%	৬০%
দ্বিতীয়	চুক্তিমূল্যের ২০%	৮০%	৮০%
তৃতীয় চূড়ান্ত	চুক্তিমূল্যের ২০%	১০০%	১০০%

প্রতি কিস্তির অর্থ পরিশোধের বিষয়টি প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে অবহিত করতে হবে। তবে চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ পরিশোধের পূর্বে প্রকল্প পরিচালকের অনুমোদন নিতে হবে।

৯.৮ ব্যাংক হিসাব পরিচালনা

নেট-পেনে মাছ চাষী দলের পক্ষে যে কোন তফসিলভূক্ত ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে এবং নিম্নরূপভাবে তা পরিচালনা করতে হবে।

ক. যৌথ ব্যাংক একাউন্ট দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীর স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে যে কোন একজন এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীর যৌথ স্বাক্ষর থাকতে হবে। ব্যাংকের স্থিতি প্রতি মাসে হাল নাগাদ করতে হবে এবং সাধারণ সভায় তা উত্থাপন ও অনুমোদন করাতে হবে।

খ. প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের আয় ব্যয়ের প্রতিবেদন এলজিইডির উপজেলা অফিসে প্রদান করতে হবে। এলজিইডির কোন পর্যবেক্ষণ থাকলে তা ১৫ তারিখের মধ্যে লিখিতভাবে এনপিএফজিকে জানাবে।

৯.৯ অভ্যন্তরীণ নীরিক্ষা

প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রতি বছর প্রকল্প কর্তৃক অভ্যন্তরীন নীরিক্ষা পরিচালনার জন্য প্রতিটি নেট পেনের জন্য মনিটরিং ও অডিট টিম গঠন করা হবে এবং প্রতি বছর প্রকল্প কর্তৃক অডিট করা হবে।

১০.০ সুফলভোগীদের জন্য পরিচিতি ও ইনপুট কার্ড প্রদান

প্রকল্পের খরচে প্রতি সুফলভোগীদেরকে তাদের ছবি সম্বলিত একটি পরিচয় পত্র প্রদান করা হবে। উক্ত পরিচয় পত্রে সুফলভোগীর নাম, ঠিকানা, এবং নেট-পেনে মাছ চাষের জন্য যে সমস্ত উপকরণ প্রদান করা হবে তা লেখা থাকবে যার নমুনা নিম্নে প্রদান করা হলো:-

নেট পেনে মাছ চাষী দলের নাম: ---------------------- নেট পেনের অবস্থান ঃ ---------------------------

গ্রাম: ---------- ডাকঘর:---------- ইউনিয়ন:---------- উপজেলা:---------- জেলা:----------।

নেট পেনের আয়তন

তারিখ	উপকরণের নাম	একক	পরিমাণ	উপকারভোগীর স্বাক্ষর	বিতরণকারীর স্বাক্ষর
	বাঁশ	সংখ্যা			
	নৌকা	সংখ্যা			
	গুদাম ঘর	সংখ্যা			
	চুন	কেজি			
	সার				
	কম্পোষ্ট	কেজি			
	মাছের খাবার-১ম	কেজি			
	মাছের খাবার-২য়	কেজি			
	মাছের খাবার-৩য়	কেজি			
	মাছের খাবার-৪র্থ	কেজি			
	মাছের পোনা				
	রুই	সংখ্যা			
	কার্পিও	সংখ্যা			
	সরপুটি				
	মৃগেল	সংখ্যা			
	মনোসেক্স তেলাপিয়া	সংখ্যা			

পরিচয় পত্র প্রদানকারীর স্বাক্ষর

১১.০ লভ্যাংশ বন্টন

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু দারিদ্র বিমোচন সেহেতু নেট-পেনে মাছ চাষ করে দেশের মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সুফলভোগীরা যাতে আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে দারিদ্র বিমোচন করতে পারে তৎলক্ষ্যেকর্মকান্ডটি বাস্তবায়নের সময় প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করে সুফলভোগীদের জন্য অধিক লভ্যাংশ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতি বছর মাছ আহরণের পর বিক্রিত টাকা সরাসরি সুফলভোগীদলের একাউন্টে জমা করতে হবে এবং আয় ব্যয় হিসাব করে প্রকল্প সহায়তার ১/৩ অংশ টাকা প্রতি বছর ব্যাংকে জমা রেখে অবশিষ্ট টাকা হতে প্রকল্প পরিচালনার জন্য ব্যয়ের টাকা রেখে অবশিষ্ট টাকা সকল সদস্যদের মধ্যে সমহারে লভ্যাংশ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে এলজিইডি, মৎস্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

১২.০ কার্যক্রমের মেয়াদকাল

কার্যক্রমের মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বছর। নির্বাচিত সুফলভোগীগণ বাধ্যতামূলক ভাবে তিন বৎসর নেট-পেনে মাছ চাষ করবেন। এতদলক্ষ্যে জলাশয়ের মালিক / ইজারা দাতার সহিত সুফলভোগী দলের জলাশয়টি ৩ বছরের জন্য ইজারা গ্রহণের বিষয়ে চুক্তিনামা সম্পাদন করবেন **(সংযোজনী-৩)**।

১৩.০ কর্মপদ্ধতি

নেট-পেনে মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত সুফলভোগীদেরকে জলাশয়ের আয়তন ও বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী ১ম বছরের জন্য প্রয়োজনীয় মোট খরচের ৬০%-৭৫% (তিন কিস্তিতে) প্রকল্প হতে প্রদান করা হবে। নেট-পেনে মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অনুমোদিত প্রাক্কলন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থ তিন কিস্তিতে (৯.৭ অনুযায়ী) ১ম বছরে প্রকল্প হতে প্রদান করা হবে। নির্বাচিত সুফলভোগীগন বাধ্যতামূলকভাবে তিন বছর উক্ত নেট-পেনে মাছ চাষ করবেন। এ ক্ষেত্রে প্রথম বছরের মূলধন ও মাছ চাষের অর্জিত লভ্যাংশের কিছু অংশ দিয়ে ২য় ও ৩য় বছরের মাছ চাষ নিশ্চিত করবেন। তৃতীয় বছর শেষে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ সুফলভোগীগন ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবেন মর্মে **সংযোজনী- ৪** মোতাবেক প্রকল্পের সাথে সুফলভোগীগনের একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। তৃতীয় বছর শেষে সুফলভোগীদের নিকট থেকে সংগৃহিত অর্থ পুনরায় প্রকল্প কতৃর্ক নির্বাচিত অন্য একদল সুফলভোগীকে অনুরূপ কার্যক্রমের জন্য একই নিয়মে প্রদান করা হবে। উক্ত অর্থের সাহায্যে দ্বিতীয় সুফলভোগী একই নিয়মে নির্বাচিত নেট পেনে তিন বছর মাছ চাষ করবেন। তৃতীয় বছর শেষে একই নিয়মে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ দ্বিতীয় সুফলভোগীদল ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন **(সংযোজনী-৪)**। দ্বিতীয় সুফলভোগীর নিকট থেকে অর্থ আদায়করার পর তাহা ১ম ও ২য় সুফলভোগীর মাঝে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে যাতে এ অর্থ দ্বারা সুফলভোগীগন পর্যায়ক্রমে নেট-পেনে মাছচাষ কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে।

১৪.০ সাইনবোর্ডে যা উপস্থাপিত হবে

কাজের শুরুতেই কার্য এলাকায় ৪৪"X২৮" পরিমাপের একটি সাইন বোর্ড নির্দিষ্ট তথ্যসহ স্থাপন করতে হবে। যার নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

কর্মকান্ডের নাম :	নেট পেনে মৎস্য চাষ
সুফলভোগী দলের নাম ঃ	.... নেট পেনে মাছ চাষী দল
নেট-পেনের আয়তনঃ	.... শতাংশ
নেট-পেনের অবস্থান ঃ	গ্রাম ঃ ইউনিয়ন ঃ উপজেলা ঃ জেলা ঃ
বাস্তবায়কারী সংস্থা	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প এলজিইডি। জেলা ঃ

১৫. প্রতিবেদন তৈরী ও প্রেরণ

প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত এসএমএস (মৎস্য) সমস্ত তথ্য সংরক্ষণ করবে এবং উপজেলা প্রকৌশলীর মাধ্যমে **সংযুক্তি- ৫** মোতাবেক প্রতিবেদন মাসিক ভিত্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর প্রেরণ করবে এবং নির্বাহী প্রকৌশলী তা প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করবে।

কারিগরি অংশ

১৬. নেট পেনে মাছ চাষের মৌলিক ধারণা

অভ্যন্তরীন জলজ সম্পদে বাংলাদেশ অত্যন্ত সমৃদ্ধ। নদী, নালা, খাল, বিল, হাওর ও প্লাবনভূমি মিলিয়ে প্রায় ৪.৩ মিলিয়ন হেক্টর জলরাশি জালের ন্যায় দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এক সময় এ সকল জলাভূমি প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদও জীববৈচিত্রে ভরপুর ছিল। কিন্তু কালের প্রবাহে মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক নানাবিধ কারণে এ বিপুল সম্পদ প্রতি নিয়তই ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে আসছে। ফলে একদিকে যেমন নষ্ট হচ্ছে জীববৈচিত্র ও অপর দিকে হ্রাস পাচ্ছে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন। তাই শুধুমাত্র প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন মাছের উপর নির্ভর না করে এ বিপুল জলরাশির উপযোগী অংশ ব্যবহার করে নেট পেন স্থাপনের মাধ্যমে মাছ চাষ করা একান্ত প্রয়োজন। লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিবিড়/আধা নিবিড় পদ্ধতিতে নেট পেনে মাছ চাষ করে একদিকে যেমন দৈনন্দিন আমিষের চাহিদা মেটানো সম্ভব অপরদিকে আর্থিক ভাবেও লাভবান হওয়া অতি সহজ। তাই হাওর অঞ্চলের প্রবাহমান খাল, বিল, শাখানদী বা মরা নদীতে নেট পেনে মাছ চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তণ করা গেলে দরিদ্র সুফলভোগী জনগোষ্ঠী খুব সহজেই আর্থিকভাবে লাভবান হবে এবং তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে।

নেট পেন বলতে কি বোঝায়?

নেট পেন হচ্ছে প্রবাহমান জলাশয়ে মাছ চাষের জন্য বাঁশ, বানা ও জাল দ্বারা ঘেরা একটি নির্দিষ্ট জলায়তন (water area) যেখানে নিম্নরূপ বৈশিষ্ট সমূহ বিদ্যমান থাকবে ঃ

- বাঁশ, কাঠ, বানা ও জালের সমন্বয়ে কাঠামো তৈরী করেজলায়তনের একটি সুনির্দিষ্ট অংশঘেরা থাকবে।
- বাঁশ বা বানার নীচের অংশে উক্ত কাঠামো জলাশয়ের তলদেশের সাথে শক্ত ও স্থিরভাবে (Fixed)-আটকানো থাকবে।
- বাঁশ ও বানা দ্বারা ঘেরা নেট পেনের তলা উন্মুক্ত থাকবে অর্থাৎ জলাশয়ের তলদেশ হবে নেট পেনের তলা।
- নেট পেনের উচ্চতা পানির উপরিভাগ (water surface) থেকে কমপক্ষে ৩-৪ ফুট উঁচু হবে।

নেট পেনে মাছ চাষ কি?

প্রবাহমান জলাশয়ের জাল ও বাঁশের বানা দিয়ে ঘেরা অংশে পোনা মজুদ করে নিবিড় /আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষ করাকেই "নেট পেনে মাছ চাষ" বলা হয়। এ পদ্ধতিতে নেট পেন তৈরীর পর রাক্ষুসে বা অবাঞ্ছিত মাছ দূর করাসহ অন্যান্য প্রস্তুতি গ্রহণ পূর্বক স্বল্প সময়ে দ্রুত উৎপাদনশীল বিভিন্ন প্রজাতির পোনা মজুদ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করে মাছ উৎপাদন করা হয়।

১৭. নেট পেনে মাছ চাষের উদ্দেশ্য ও সম্ভাবনা

উদ্দেশ্য ঃ- নেট পেনে মাছ চাষের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে অভ্যন্তরীন মুক্ত জলাশয়ের প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ায় সে সব জলাশয়ের অংশবিশেষ ব্যবহার করে মাছের দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি করা ।

তাছাড়া প্রবাহমান মুক্ত জলাশয়ের সুবিধা ব্যবহার করে স্বল্প সময় দ্রুত বর্ধনশীল মাছ উৎপাদন করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ও তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো।

সুবিধাসমূহঃ

- বছরে ৬-৮ মাস পানি থাকে এমন মৌসুমী জলাশয় যেমন- সেচ প্রকল্পের খাল, মরা নদ-নদী অথবা নদ-নদীর খাড়ি অঞ্চল, সংযোগ খাল বা শাখা নদী ইত্যাদি জলাশয়কে মাছ চাষের আওতায় আনা যায়।

- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা যায়।
- প্রানীজ আমিষের যোগান সহজলভ্য করা যায়।
- নেট পেনে মাছ চাষের পাশাপাশি সমন্বিতভাবে হাঁস ও মুরগীর খামার গড়ে তোলা যায়।
- প্রয়োজন হলে স্বল্প সময়ের মধ্যে নেট পেন একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তর ও পূনঃনির্মাণ করা যায়।
- নেট পেনে স্বল্প শ্রম ও অল্প খরচে মাছ আহরণ সম্ভব। **সর্বোপরি-**
- জলাশয়ের বহুবিধ ব্যবহার যেমন ফসলের জন্য সেঁচের পানির উৎস , গবাদি পশুর পানি চাহিদা, গৃহস্থালী কাজে জলাশয়ের ব্যবহার এবং নৌ-যোগাযোগ ইত্যাদি এর কোনপ্রকার অসুবিধা না করেই নেট পেনে মাছ চাষ করা যায়।

বর্ণিত সুবিধাসমূহের বিপরীতে নেট পেনে মাছ চাষের ক্ষেত্রে কিছু সম্ভাব্য সমস্যা দেখা দিতে পারে । যেমন:

- নেট-পেনে উৎপাদিত মাছ সঠিকভাবে পাহারার অভাবে ব্যাপকভাবে চুরি হয়ে যাওয়া;
- সামাজিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি ;
- উৎপাদিত মাছের উপযুক্ত বাজারদর না পাওয়া;
- বানা সঠিকভাবে স্থাপন না করলে বা বানায় বড় ফাঁক থাকলে মাছ চলে যেতে পারে।

১৮. নেট পেনে মাছ চাষ উপযোগী জলাশয় ও তা নির্বাচন পদ্ধতি

জলাশয়ের মালিকানা

নেট পেন স্থাপনের জন্য সম্ভাব্য যে সকল জলাশয় নির্বাচন করা হবে তার বেশির ভাগই হবে সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন। খুব সামান্য ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানাধীন জলাশয়ও বিবেচনা করা যেতে পারে। এসকল জলাশয়ে নেট পেন স্থাপন করে মাছ চাষ করতে হলে সর্বপ্রথমে সংশ্লিষ্ট সরকারী/স্বায়ত্বশাস্বিত প্রতিষ্ঠান হতে পূর্বানুমতি নিতে হবে। বেসরকারী জলাশয়ের ক্ষেত্রে জমির মালিক ও সুফলভোগীদের মাঝে সমঝোতার ভিত্তিতে নেট পেনে মাছ চাষের জন্য চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

নেট-পেনে লাভজনকভাবে মাছ চাষ করতে হলে স্থান নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন বিষয়। সাধারনত যে সকল মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব নয় সেসব জলাশয়ের বিভিন্ন অংশে নেট পেন স্থাপন করে মাছ চাষ করা যেতে পারে। নেট পেনের জন্য উপযোগী জলাশয় সমুহ হচ্ছে ঃ-

- নদী, শাখা নদীর অংশ বিশেষ
- সেচ প্রকল্পের খাল
- হাওড় বেসিনের সংযোগ খাল
- মরা নদ- নদীর অংশ বিশেষ
- নদ-নদীর খাড়ী অঞ্চল
- হাওড়ের কোন নির্দিষ্ট ইনলেট যেখানে পানির স্রোত বা ঢেউয়ের প্রকোপ কম থাকে।

নেট পেন-এর স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। তা হলোঃ

- জলাশয়ের প্রকৃতি, পানির গুনাগুন এবং পানি প্রবাহ ও তাপ মাত্রা;
- সম্ভাব্য দূষণ;
- চাষকৃত মাছ চুরি হবার সম্ভাবনা ও সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রবণতা;
- অবকাঠামো যাতে যথাসম্ভব কম খরচ করতে হবে।

নেট পেন তৈরির উপকরণসমূহ

মাছ চাষের জন্য নেট পেন স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রধানত নিম্নরূপ উপকরনাদির প্রয়োজন যথাঃ-

১) জাল (টায়ারকর্ড বা নটলেসজাল) জালের ফাঁস (১০ মিমি এর বেশী হবেনা)

২) বাঁশ (বরাক বাঁশ)

৩) কাঠের খুঁটি

৪) গাছের ডাল

৫) জি আই তার

৬) নারকেলের কয়েল বা সিন্থেটিক রশি

৭) পেরেক ও গজাল।

নেট পেন এর আকার/আকৃতি ও আয়তন

নেট পেন সাধারণত আয়তাকার হলে ভাল হয়। তবে অবস্থার নিরিখে বর্গাকার বা অর্ধ গোলাকার ও (Semi-Circular) হতে পারে। নেট পেন আয়তকার হলে পোনা মজুদ, খাবার প্রয়োগ, মাছ আহরণ ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা সহজতর হয়।

নেট পেন সাধারণত ১ হেক্টর হতে ১০ হেক্টর আয়তনের হতে পারে। তবে আয়তন ছোট হলে নির্মাণ ব্যয় বেশী পড়ে ফলে প্রাথমিক বিনিয়োগ বেশী হয়। আবার আয়তন খুব বড় হলে অনেক সময় নিবিড় পদ্ধতিতে মাছচাষ করা যায়না। সাধারণত একটি আদর্শ নেট পেন ১ একর হতে ২০ একর পর্যন্ত হলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

১৯. নেট পেনে পোনা মজুদ পূর্ব কার্যক্রম

নেট-পেনে মাছ চাষের জন্য পোনা মজুদের পূর্বে যে কাজগুলো করা প্রয়োজন, তা হলোঃ

১. নেট পেন তৈরির উপকরণ সংগ্রহ ও ক্রয়

২. নেট পেন নির্মাণ

৩. রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দমন

৪. নেট পেনে চাষযোগ্য মাছের প্রজাতি নির্বাচন

৫. সম্ভাব্য পোনা সরবরাহকারী চিহ্নিতকরণ, পোনা সংগ্রহ ও পরিবহণ।

নেট পেন তৈরির উপকরণ সংগ্রহ

নেট পেন তৈরি উপকরণসমূহ ইতোমধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে। এসকল উপকরণ সমূহের মধ্যে টায়ার কর্ড বা নটলেস্ জাল (অনধিক ১০ মিমি. ফাঁস বিশিষ্ট) জেলা শহরের সরবরাহকারী হতে ক্রয় করা যেতে পারে। এছাড়া বাকী উপকরণাদি যথা- বাঁশ, কাঠের খুটি, গাছের ডাল, জিআই তার, নারকেলের কয়েল বা সিনথেটিক রশি, পেরেক, গজাল ইত্যাদি স্থানীয় বাজার হতে ক্রয় করা যায়।

সুফলভোগী দলের মধ্যে তিন সদস্য বিশিষ্ট উপকরণ সংগ্রহ ও ক্রয় কমিটি গঠন করে উক্ত কমিটির মাধ্যমে বর্ণিত উপকরণাদি সংগ্রহ ও ক্রয় করা যায়। তবে সুফলভোগী দলের সদস্য ০৫(পাঁচ) জনের কম হলে সকলের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে দলীয়ভাবে সংগ্রহ ও ক্রয় করা যেতে পারে।

নেট পেন নির্মাণের সময়

নেট পেন নির্মাণের উপযুক্ত সময় শুকনো মৌসুমের শেষে দিকে অর্থাৎ বর্ষা মৌসুম শুরুর পূর্বে (এপ্রিল-মে)। এসময় নির্বাচিত খাল, শাখা নদী, নদী বা খাড়ির পানির গভীরতা সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে। তাই শ্রমও কম ব্যয়ে নেট পেন নির্মাণের জন্য এটিই উপযুক্ত সময়।

নেট পেন নির্মাণ ও স্থাপন কৌশল

জলাশয়ের নেট পেন সাধারণত দুভাবে স্থাপন করা যায়। যেমন ঃ (১) জলাশয়ে জালের ঘের স্থাপন ও (২) জলাশয়ে আড়াআড়িভাবে উভয় পাড়ে যুক্ত করে বাঁশ ও বানা দিয়ে নেট পেন স্থাপন।

আমাদের কার্যক্রমের সুবিধার্থে ২নং প্রক্রিয়ায় নেট পেন স্থাপন করা হবে।

আড়াআড়িভাবে উভয় পাড় যুক্ত করে বানা ফেন্সিংনেট পেন

এ পদ্ধতির নেট পেন স্থাপন করা হয় তুলনামূলকভাবে কম প্রস্থের খালেযেখানে নৌ চলাচল প্রায় নেই বললেই চলে। এখানে খালের নির্ধারিত অংশের (Segment) দুই দিকে এপাড় হতে ওপাড় পর্যন্ত শক্ত ভাবে বানা ফেন্সিং করা হয়।

এ পদ্ধতিতে নেট পেন স্থাপনে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন:

- নৌ-চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।
- খালের উজানে পলি ভরাট প্রবণতা বাড়ে।
- প্রবল স্রোতে ভেঙ্গে পড়ার আশংকা থাকে।
- নেট পেনে মাছ চাষের অপর একটি অসুবিধা হচ্ছে আকস্মিক প্লাবিত হলে অথবা নেট পেন এনক্লোজার বা বানা ক্ষতিগ্রস্ত হলে রাক্ষুসে বা অবাঞ্ছিত মাছ ঢুকে পড়তে পারে।

২০. নেট পেন নির্মাণ কৌশল

বানা- ফেন্সিং নেট পেন

বানা-ফেন্সিং পেন সাধারণত কমপ্রস্থ যুক্ত খাল,বরোপিট অথবা মরা নদীতে স্থাপন করা হয় যেখানে নৌ চলাচল নেই বললেই চলে।এ পদ্ধতিতে জলাশয়ের নির্ধারিত অংশের একদিক বা দুদিক শক্ত বাঁশের খুটি ও বাঁশের ফালি দিয়ে আড়াআড়িভাবে বেড়া তৈরী করতে হবে এবং বেড়ার সাথে বাঁশের খুটি বা ফালি দ্বারা আড়াআড়ি ভাবে বাধতে হবে।বেড়ার গায়ে বাঁশের ফালি দিয়ে বানা তৈরি করে বাঁশের খুটির সাথে শক্তভাবে এটে দিতে হবে। বেড়ার দৈর্ঘ্য হবে খালের প্রস্থের

সমান এবং উচ্চতা হবে পানির মোট গভীরতাসহ পানির উপরিভাগ হতে ৩ ফুট উঁচু। এধরনের মোট দুটি ফ্রেম তৈরি করতে হবে। জলাশয়ের নির্বাচিত অংশের দুইদিকের সীমানায় একটি করে ফ্রেম স্থাপন করতে হবে। প্রয়োজনবোধে জলাশয়ের একদিকেই শুধুমাত্র একটি ফ্রেম দিয়েই পেন তৈরি করা যেতে পারে।

ফ্রেমগুলো জলাশয়ের তলদেশে নির্দিষ্ট দূরত্বে বাঁশের খুটির সাথে বেঁধে পুঁতে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রেও খেয়াল রাখতে হবে যেন ফ্রেমের তলদেশ আর জলাশয়ের তলদেশের মাঝখানে কোন ফাঁক না থাকে। ফ্রেমের বাইরের দিকের অংশে ১০মিমি ফাঁস যুক্ত নটলেস জাল দিয়ে ঘিরে দিতে হবে।

২১. আমরা কিভাবে মাছ চাষ শুরু করবো ?

নেট পেন নির্বাচন, চাষী নির্বাচন, নেট পেন স্থাপন এবং সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পরবর্তী কাজ হলো নেট পেন মাছ চাষ কার্যক্রম শুরু করা। তাই এ পর্যায়ে ভাবতে হবে আমরা কিভাবে মাছ চাষ শুরু করবো। মাছ চাষ শুরু করতে হলে যে কাজগুলো করতে হবে সেগুলো হলো-

২১.১. নেট পেনের পাড়, তলা সংস্কার, আগাছা পরিষ্কার, রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দমন

নেট পেনের পাড় ভাঙ্গা থাকলে তা মেরামত করতে হবে। পাড় নীচু থাকলে তা এমনভাবে উঁচু করতে হবে যাতে করে বন্যায় তলিয়ে না যায়। নেট পেনের তলায় অতিরিক্ত কাঁদা থাকলে তা উঠিয়ে ফেলতে হবে।

নেট পেনের পাড়ে ঝোপ ঝাড় থাকলে বা নেট পেনের উপর বড় গাছের ডাল পালা থাকলে, তা কেটে ফেলতে হবে। নেট পেনেরপানিতে কোন ধরণের জলজ আগাছা (ভাসমান ও নিমজ্জিত) থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে। নেট পেন থেকে সব ধরণের রাক্ষুসে ও বাজে মাছ অপসারণ করতে হবে। এ কাজটি নীচের যে কোন একটি পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পাদন করা যেতে পারে।

শুকিয়ে

নেট পেনের সমস্ত পানি সেচে ফেলে দিয়ে মাছ ধরতে হবে। তারপর কড়া রোদে জলাশয় শুকাতে হবে যাতে তলায় ফাটল ধরে। সম্ভব হলে নেট পেনের তলায় লাঙ্গল দিতে হবে। বর্ষার পূর্বেই ফাল্গুন-বৈশাখ মাসে এ কাজটি করা সবচেয়ে ভাল। সাধারণত ছোট ধরনের নেট পেনে মাছ চাষের ক্ষেত্রে জলাশয়টি শুকানো হয়।

জাল টেনে

যে সব নেট পেনে রাক্ষুসে এবং বাজে মাছ খুব কম এবং পানির গভীরতাও কম, শুধুমাত্র সে সব নেট পেনে এ পদ্ধতিটি আংশিকভাবে প্রযোজ্য। তবে বার বার জাল টানার পরও রাক্ষুসে মাছ থেকে যেতে পারে।

ঔষধ প্রয়োগে

কি কি ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে রোটেনন, ফসটকসিন, ব্লিচিং পাউডার, মহুয়ার খৈল।

ব্যবহারপদ্ধতি

রোটেনন

প্রয়োজনীয় রোটেনন পাউডার বালতির মধ্যে খুব ভালভাবে পানিতে গুলে নিয়ে সমস্ত নেট পেনে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। ছিটানোর পর জাল টেনে পানি ওলট পালট করে দিলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। মাছ ভাসতে শুরু করলে জাল টেনে মাছ তুলে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে ঔষধের কার্যকারিতা ৭- ১০ দিন থাকতে পারে।

ফসটকসিন

প্রয়োজনীয় ফসটকসিন ট্যাবলেট সমান ভাবে সমস্ত জলাশয়ে ছিটিয়ে দেয়ার পর জাল টেনে পানি ওলট পালট করে দিতে হবে। ট্যাবলেট প্রয়োগের ১-২ ঘন্টা পর মাছ ভাসতে শুরু করলে তা উঠিয়ে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে ঔষধের কার্যকারিতা ৭- ১০ দিন থাকতে পারে।

ব্লিচিং পাউডার

প্রয়োজনীয় পরিমান ব্লিচিং পাউডার পানির সাথে ভাল ভাবে মিশিয়ে সমস্ত জলাশয়ে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। ছিটানোর ৩০ মিনিট পর জাল টেনে পানি ওলট পালট করে দিতে হবে যাতে মিশানো ব্লিচিং পাউডার সমস্ত জলাশয়ে ভাল ভাবে মিশে যায়। তারপর মাছ ভাসতে শুরু করলে জাল টেনে সমস্ত মাছ তুলে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে ঔষধের কার্যকারিতা ৭-১০ দিন থাকতে পারে।

মহুয়ার খৈল

প্রয়োজনীয় পরিমান মহুয়ার খৈল সমভাবে সমস্ত নেট পেনের জলাশয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। ছিটাবার ১-২ ঘন্টা পর জাল টেনে পানি ওলট পালট করে দিতে হবে যাতে মহুয়ার খৈল সমস্ত জলাশয়ে ভাল ভাবে মিশে যায়। তার পর মাছ ভাসতে শুরু করলে জাল টেনে সমস্ত মাছ তুলে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে ঔষধের কার্যকারিতা ৭- ১০ দিন থাকতে পারে।

প্রয়োগ মাত্রা কি রকম হবে

পানির আয়তন (শতাংশ)	পানির গড় গভীরতা	পরিমাণ			
		রোটেনন	ফসটকসিন	ব্লিচিং পাউডার	মহুয়ার খৈল
০১	১ ফুট	১৮-২০ গ্রাম	১ টি ট্যাবলেট	৯০০গ্রাম	৩ কেজি
১০	১ ফুট	৩৫০ গ্রাম	১০ টি ট্যাবলেট	৯ কেজি	৩০ কেজি
৩৩	৫ ফুট	৫৮০০ গ্রাম	১৩৫ টি ট্যাবলেট	১৫০ কেজি	৫০০ কেজি
৫০	৫ ফুট	৮৭২৫ গ্রাম	২৫০ টি ট্যাবলেট	২২৫ কেজি	৭৫০ কেজি

উল্লেখিত ঔষধ সমূহের মাঝে রোটেনন সব চেয়ে উত্তম। সাধারণতঃ ঔষধের খরচ ও প্রাপ্যতার বিবেচনায় ঔষধ প্রয়োগ প্রায়ই নিরুৎসাহিত করা হয়।

২১.২. নেট পেনে চুন প্রয়োগ করা

নেট পেন শুকানো অথবা বিষ প্রয়োগের ১-২ দিন পর চুন প্রয়োগ করতে হবে। পাথরে চুনই সবচেয়ে ভাল। সাধারণ ভাবে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি

জলাশয়ের পাড়ে গর্ত করে অথবা অন্য কোন মাটির পাত্রে বা ড্রামের মধ্যে পানিতে চুন ভিজাতে হবে। কিছুক্ষণ পর চুন ফোটে ঠান্ডা হয়ে গেলে একটি কাঠির সাহায্যে চুন মিশ্রিত পানি ভাল ভাবে নেড়ে চেড়ে সমান ভাবে মিশাতে হবে। অত:পর চুন মিশ্রিত পানি সমস্ত জলাশয়ে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পোনা খোঁজে দেখা

চুন প্রয়োগের পর পরবর্তী ১৫-২০ দিনের মাঝে পোনা মজুত করতে হবে। তাই চুন প্রয়োগ করার পূর্বেই প্রয়োজনীয় পোনার উৎস্য খুঁজে নিতে হবে। পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত হলেই কেবল চুন প্রয়োগ করা যাবে।

২১.৩ পোনা মজুদের পূর্বে করণীয় কাজ

পোনা মজুদের পূর্বে দুটি বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। একটি হলো পানিতে ঔষধের বিষ ক্রিয়া রয়েছে কিনা-জলাশয়ের পানিতে ঔষধের বিষাক্ততা দুই ভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে যেমন-

পদ্ধতি-১

যে জলাশয়ে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়েছে, মাছের পোনা মজুদের আগে সে জলাশয়ের পানির বিষ ক্রিয়া অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এ জন্য জলাশয়ে একটি হাপা বা মশারী টানিয়ে তার মধ্যে ৫-১০ টি পোনা মাছ ছেড়ে দিতে হবে এবং ১০-১২ ঘন্টা নজর দাড়িতে রাখতে হবে। যদি এ সময়ের মধ্যে পোনা মরে না যায় তা হলে বুঝতে হবে উক্ত জলাশয়ে কোন বিষক্রিয়া নাই। ফলে তখনই নেট পেন পোনা মাছ ছাড়া যেতে পারে।

পদ্ধতি-২

যদি হাপা না থাকে, তবে একটি বালতি অথবা পাতিলে জলাশয়ের পানি নিয়ে তাতে ৪-৫ টি পোনা ১০-১২ ঘন্টা রেখে দিয়ে বেঁচে থাকার অবস্থা দেখতে হবে। যদি পোনা মরে যায়, তা হলে আরও ৬-৭ দিন অপেক্ষা করে পুনরায় একই পরীক্ষা করে পোনা ছাড়তে হবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো প্রস্তাবিত নেট পেনে মাছের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক খাবার তৈরি হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে **দেখা। এ কাজটি নীচের যে কোন একটি উপায়ে করা যেতে পারে।**

স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাস দ্বারা

সার প্রয়োগের কাজ পানির গামছা দিয়ে টেনে একটি কাঁচের গ্লাস নিয়ে দিনের আলোয় গ্লাসটিকে বাহির থেকে লক্ষ্য করুন। যদি গ্লাসের পানিতে বেশী পরিমানে ছোট আকারের পোনার মত প্রাণী দেখা যায়, তা হলে বুঝতে হবে পানিতে মাছের খাবার তৈরি হয়েছে।

হাত দ্বারা

পুকুরের পানিতে দিনের বেলায় সূর্যের আলোতে হাত কুনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে যদি হাতের তালু দেখা পাওয়া না যায় তাহলে বুঝতে হবে পানিতে পর্যাপ্ত পরিমানে প্রাকৃতিক খাবার আছে। আর যদি হাতের তালু দেখা যায় তা হলে বুঝতে হবে পানিতে প্রয়োজনীয় খাবার নেই।

সেকি ডিস্ক দ্বারা

সেকি ডিস্ক হচ্ছে টিনের বা লোহার একটি সাদা কালো রঙ্গের গোলাকার চাকতি। চাকতিটি লাল সবুজ ও সাদা রঙ্গে সুতা দিয়ে ঝুলানো থাকে। হাত দ্বারা সুতা ধরে চাকতিট পানিতে ডুবানোর পর যদি লাল ও সবুজ সুতার ২৫-৩০ সে: মি: গভীরতায় চাকতিটি দেখা না যায় তাহলে বুঝতে হবে পানিতে ভালো খাবার আছে। ৩৫ সে: মি: এর বেশী গভীরতায় চাকতিটি দেখা গেলে বুঝতে হবে পানিতে খাবার অত্যন্ত কম।

২১.৪ ভাল ও খারাপ পোনা সনাক্তকরণঃ রুই জাতীয় মাছের পোনা

দেখার বিষয়	ভাল পোনা	খারাপ পোনা
দেহের রং	ঝকঝকে, উজ্জ্বল	ঘোলা, ফ্যাকাসে
বিজল/পিচ্ছিল ভাব	বেশী	খসখসে
বিভিন্ন দাগ	দেহে/ফুলকায় দাগ নেই	লাল ও কালো দাগ
গোলাকার পাত্রে স্রোত সৃষ্টি করলে	চঞ্চল, স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটে	ধীর স্থির, পাত্রের মাঝখানে জমা হয়

২১.৫ পোনা পরিবহন ও শোধন

এলুমিনিয়ামের পাতিল, হাফ ড্রাম এবং অক্সিজেন ব্যাগে নিম্নে বর্ণিত উপায়ে পোনা পরিবহন করা যায়।

পদ্ধতি	প্রজাতি	আকার	সংখ্যা	পানির পরিমান	সময়
পাতিল/ড্রাম	রুই জাতীয়	৩-৫”	১৫-২০টি	১লিটার	৪-৬ ঘন্টা
অক্সিজেন ব্যাগ	রুই জাতীয়	৩-৫”	২৫-৩০টি	১লিটার	৪-৬ ঘন্টা

পরামর্শঃ

- পরিবহনের পূর্বে পোনার পেট খালি করতে কম পক্ষে ২-৩ ঘন্টা হাপায় রাখুন।
- সকাল অথবা বিকাল অথবা ঠান্ডা পরিবেশে পোনা পরিবহন করুন।
- যাত্রা পথে পাতিল / ড্রামের পানি পরিবর্তন ও মাঝে মাঝে পানি নাড়া চাড়া করুন।
- পোনার ঘনত্ব সঠিক মাত্রায় রাখুন।
- যাত্রা পথে প্রয়োজনে ছায়াযুক্ত জায়গায় বিশ্রাম নিন।

পোনা শোধন

নিরোগ ও সুস্থ পোনা নিশ্চিত করার জন্য পোনা পরিবহন বা মজুদের পূর্বে বালতিতে ১০ লিটার পানি নিয়ে তাতে দুই মুঠো লবন (১৬০-২০০ গ্রাম) মিশিয়ে ২০০-২৫০ টি পোনা এক মিনিট গোসল করিয়ে জলাশয়ে ছেড়ে দিন।

২২.পোনা মজুদ

নেট পেনে সর্বদাই ৫”থেকে ৬” আকারের সুস্থ এবং সবল পোনা মজুদ করা প্রয়োজন।

পোনা ছাড়ার পদ্ধতি

পোনা ভর্তি পাত্র বা ব্যাগের ভিতর নেট পেন থেকে অল্প পানি দিতে হবে, আবার পাত্র বা ব্যাগের ভিতর থেকে কিছু পানি জলাশয়ে ফেলে দিতে হবে।

এমনি ভাবে পাত্র বা ব্যাগের পানির তাপমাত্রা নেট পেন পানির তাপমাত্রার প্রায় সমান হলে পাত্রটি বা ব্যাগটি কাত করে ধরতে হবে যাতে পোনা গুলো আপনা আপনি নিজ গতিতে নেট পেনে (জলাশয়ে) চলে যেতে পারে।

প্রতি শতাংশের পোনা মজুদের পরিমাণ

প্রজাতির নাম	আকার (ইঞ্চি)	সংখ্যা
কাতলা	৫-৬	৫-৬টি
সিলভার কার্প	৫-৬	৯-১২টি
রুই	৫-৬	৮-১০টি
মৃগেল	৫-৬	৪-৬টি
রাজপুঁটি	৪-৫	৪-৭টি
গ্রাস কার্প	৫-৬	৪-৫টি
মোট		৩৪-৪৬টি

২৩. পোনা মজুদ করার পর করণীয় কাজ

পোনা মজুদের পর নেট পেনে নীচের বিষয়গুলোর নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন:-

- জলাশয়ের স্বাস্থ্যকর অবস্থা বজায় রাখতে হবে
- পানিতে মাছের নিয়মিত প্রাকৃতিক খাবার উৎপাদন নিশ্চিত রাখতে হবে
- প্রতিদিন (সম্ভব হলে) সম্পূরক খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে

২৪. মাছের সম্পূরক খাবার

মাছের শরীরের অনুপাতে নেট পেনে প্রতিদিন খাবার দিতে হবে।সাধারণতঃ মাছের শরীরের ওজনের শতকরা ৩ ভাগ হারে প্রতিদিন সম্পূরক খাবার দেয়া প্রয়োজন। যেমন- নেট পেনে যদি মাছের মোট ওজন ১০০ কেজি থাকে, তাহলে প্রতিদিন মাছকে ৩ কেজি হারে খাবার দিতে হবে। এ পরিমান খাবারকে দুভাগ করে সকালে এক ভাগ ও বিকালে এক ভাগ দিতে হবে। রুই কাতলা মাছের জন্য প্রতিদিন সরিষার খৈল এবং চাউলের কুড়া / গমের ভুষি দিলেই চলে। কুড়া ও গমের ভুষির পরিমাণ হবে খৈলের অর্ধেকের অর্ধেক করে। নেট পেনের জন্য প্রয়োজনীয় খৈল এবং কুড়া/ভুষি একটি পাত্রের মধ্যে একত্রে পানিসহ এক রাত ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরদিন সকালে তাতে প্রয়োজনীয় কুড়া/ভুষি ভাল করে মিশিয়ে হালুয়ার মত মন্ড তৈরী করতে হবে। পরবর্তীতে এ মন্ড দিয়ে কতগুলো গোলাকার শক্ত বল তৈরী করতে হবে। তারপর নেট পেনের একটি নির্দিষ্টস্থানে অথবা পাত্রের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঐ বল আকৃতির খাবারগুলি জলাশয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। খাবারের জন্য পাত্র ব্যবহার করা হলে পাত্রটি পানির উপরিভাগ থেকে ১.৫-১.০ মিটার নীচে রাখতে হবে।

প্রত্যেক মাসে একবার করে মাছের মোট ওজন নেবার পর মোট খাবারের পরিমাণ ঠিক করতে হবে। সে জন্য নমুনা হিসেবে সকল প্রজাতির মাছের পৃথক পৃথক ওজন নিয়ে মোট মাছের সংখ্যা দিয়ে গুণ করে মোট মাছের ওজন বের করতে হবে এবং তার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় খাবারের পরিমাণ ঠিক করতে হবে।

নেট পেনে গ্রাস কার্প, সরপুটি ইত্যাদি মাছ থাকলে নিয়মিতভাবে ক্ষুদিপানা, সাজিনা, ঝাজি, বিভিন্ন উদ্ভিদের নরম পাতা (যেমন- বাধাঁ কপি, পুঁই শাক, গোল আলু, মিষ্টি আলু ও কলাপাতা) নেপিয়ার পাতা ইত্যাদি নরম ঘাস খাবার হিসাবে দিতে হবে। এ সমস্ত খাবার নেট পেনের মাঝে একটি চৌকোনাকার বাঁশের ঘেরায় দিতে হবে। খাবার শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবার খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৫. মাছের পরিচর্যা

- নেট পেনের পানি ও মাটির গুণাগুণের উপর ভিত্তি করে জলাশয়ে খাবার প্রয়োগ করুন
- মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মাসে একবার জাল টানুন
- নেট পেনে পাহাড়ার ব্যবস্থা রাখুন।

২৬. মাছের রোগ বালাই দমন

রোগ বালাই প্রতিরোধের জন্য শীত শুরুর আগে ভাগেই শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করুন। থাই সরপুঁটি মাছ থাকলে তা নভেম্বর মাসের আগেই বিক্রয় করতে হবে ।

২৭. মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ

সময়মত মাছ ধরা ও বিক্রয় করা মাছ চাষের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মাছ আহরণ কার্যক্রমটি দু'ভাবে করতে হবে। প্রথমত: যে সমস্ত মাছ ৫০০ গ্রাম বা তার বেশী ওজনের হবে সেগুলো আহরণ করতে হবে যাকে আংশিক আহরণ বলা হয়। আংশিক আহরণে যতটি মাছ ধরা হবে ঠিক তার পর পরই ততগুলো মাছ ও অতিরিক্ত শতকরা ২৫ টি বেশী মাছ জলাশয়ে মজুদ করতে হবে।

পরবর্তীতে বছর শেষে সমুদয় মাছ আহরণ করে বাজারজাত করতে হবে। মাছ আহরণের কাজ ভোর রাতে বা খুব সকালে করাই উত্তম, যাতে মাছ তাজা অবস্থায় বাজারে বিক্রয় করা যায়। মাছ বিক্রয় করার পর আয় ব্যয়ের হিসাব করুন এবং মুনাফা বুঝে নিন।

২৮. আয়-ব্যয় বিবরনী তৈরি, লভ্যাংশ বিতরন এবং ভবিষৎ তহবিল গঠন

১ম বৎসরে নেট পেনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়, নেট পেন স্থাপন, পোনা ক্রয় ইত্যাদি বাবদ প্রাথমিক বিনিয়োগ কিছুটা বেশী হবে। তবে প্রকল্প হতে মোট বিনিয়োগের ৬০% শতাংশ সুফলভেগীদেরকে দেয়া হবে। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মাঠকর্মীর সহায়তায় সুফলভোগীগণ প্রয়োজনীয় বাজেট প্রস্তুত করবেন। মাছ আহরণ ও বাজারজাত করণের পর প্রাপ্ত আয় হতে সর্বমোট বিনিয়োগ বাদ দিলে যা থাকবে তাই নীট লাভ। তবে এক্ষেত্রে সুফলভোগী কর্তৃক প্রদত্ত শ্রমকে বিনিয়োগ হিসেবে দেখানো যাবেনা।

নেট পেনের জন্য সম্ভাব্য উপযোগী জলাশয়ের জরিপ ছক পত্র

১. সাধারণ তথ্য

উপ-প্রকল্পের নাম ঃ
জেলা ঃ
উপজেলা ঃ
ইউনিয়ন ঃ
গ্রাম ঃ
সুফলভোগীদের নাম ঃ
মোবাইল নং ঃ
লিঙ্গ:- পুরুষ / মহিলা ঃ
বয়স ঃ
সুফলভোগীদের ঠিকানা ঃ
পিতার/স্বামীর নাম ঃ
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ঃ

২. সফলভোগীদের পেশা

কৃষক (টিক চিহ্ন দিন) ঃ
মৎস্যজীবি (টিক চিহ্ন দিন) ঃ
মৎস্য চাষী (টিক চিহ্ন দিন) ঃ
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ঃ
অন্যান্য (নির্দিষ্ট করে লিখুন) ঃ

৩. সুফলভোগীদের আয়

কৃষি থেকে ঃ
মৎস্য চাষ থেকে ঃ
মৎস্য আহরণ থেকে ঃ
ক্ষুদ্র ব্যবসা থেকে ঃ
বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ (টাকা/বৎসর) ঃ
অন্যান্য পেশা থেকে আয় (টাকা/বৎসর) ঃ
সুফলভোগীর বাৎসরিক গড় আয় (টাকা) ঃ

৪. সুফলভোগীদের জমির প্রাপ্যতা বিষয়ক তথ্যাদি (শতাংশ)

কৃষি থেকে ঃ
মৎস্য চাষ থেকে ঃ
মৎস্য আহরণ থেকে ঃ
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ঃ
বাড়ীর আঙ্গিনা ঃ
চাষযোগ্য ঃ
পুকুর ঃ
মোট ঃ
নেট পেনের সম্ভাব্য উপযোগী স্থানের অবস্থাঃ
নেট পেনের আয়তন সংখ্যা ঃ
নেট পেনের আয়তন (শতাংশ) ঃ
গ্রীষ্মকালীন নেট পেনের জলায়তন (শতাংশ) ঃ
গ্রীষ্মকালীন নেট পেনের গভীরতা (ফুট) ঃ

৫. নেট পেনের বিদ্যমান জলজ আগাছা (ঘন/পাতলা/পরিষ্কার)

নেট পেনের পাড়ের গাছ গাছালি ঃ
(সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করুন)
নেট পেনের মালিকানার ধরণ (সরকারী/বেসরকারী) ঃ
বর্ষাকালে প্লাবিত হয় কিনা (হ্যাঁ/না) ঃ

৬. নেট পেনের পাড়ের অবস্থা (শক্ত, আংশিক ভাঙ্গা, পুরাপুরি ভাঙ্গা)

(সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করুন)
নেট পেনের নিকটবর্তী প্রকল্প কর্তৃক নির্বাচিত বিলের নাম ঃ
নেট পেনের নিকটবর্তী প্রকল্প কর্তৃক নির্বাচিত রাস্তার নাম ঃ
নেট পেনের নিকটবর্তী হ্যাচারী ও নার্সারীর সংখ্যা ঃ
নেট পেনের গত বছরের উৎপাদন (কি:গ্রা:/একরে) ঃ
প্রয়োজনে অতিরিক্ত সীট ব্যবহার করুন ঃ

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

নেট পেনে মৎস্য চাষী দলের অগ্রাধিকার তালিকা (এনপিএফজি) গঠন।

গ্রামের নাম ঃ ....
ইউনিয়ন ঃ ....
উপজেলা ঃ ....
জেলা ঃ ....
এনপিএফজি এর সভাপতির নাম ঃ ....
সংগঠনের নাম ঃ ....
ব্যাংক একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

ক) হিসাবের নাম ঃ ....
খ) হিসাব নম্বর ঃ ....
গ) শাখা ঃ ....
ঘ) ব্যাংকের নাম ঃ ....
ঙ) একাউন্ট পরিচালনাকারীঃ ....

ক্র. নং	এনপিএফজি এর সদস্যের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রামের নাম	পেশা	পদবী	স্বাক্ষর	মন্তব্য

স্বাক্ষর ঃ
এসএমএস (মৎস্য)
এইচএফএমএলআইপি, এলজিইডি।
(অফিসিয়াল সীল)

স্বাক্ষর ঃ
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি।
(অফিসিয়াল সীল)

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
নেট পেন জলাশয়ের মালিক / ইজারা দাতা ও সুফলভোগীর মধ্যে চুক্তিপত্র

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নেট পেনে মাছ চাষ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য নিম্নবর্নিত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অদ্য ------------ইং তারিখে একটি চুক্তিনামা সম্পাদিত হলো।

প্রথম পক্ষ			
জলাশয়ের মালিক /ইজারা দাতা ঃ	পিতার নাম ঃ	দাগ নং	জমির পরিমান

দ্বিতীয় পক্ষ					
ইজারা গ্রহিতা (সুফলভোগী দলের নাম)ঃ	পিতার নামঃ				
সভাপতি	গ্রাম	ইউনিয়নঃ	মৌজাঃ	উপজেলাঃ	জেলাঃ
সম্পাদক					

আমরা ১ম পক্ষ উপরে বর্ণিত দাগে আমাদের মোট ------শতাংশ জমির একটি জলাশয় যাহা আমরা সাংসারিক নানাবিধ কাজের জন্য নগদ টাকার প্রয়োজন হওয়ায় এবং ২য় পক্ষ হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নেট পেনে মাছ চাষের জন্য জলাশয়টি ------ইং তারিখ থেকে ৩ বছরের জন্য ইজারা নেয়ার জন্য আমাদের নিকট (১ম পক্ষ) প্রস্তাব করলে আমরা উক্ত প্রস্তাবে রাজি হইলে আমাদের উভয় পক্ষের সমঝোতায় জলাশয়টি প্রতি বছর -------টাকা ইজারা মূল্যে ৩ বছরের জন্য ইজারা মূল্য --------টাকা ধার্য করা হয়। প্রথম বছরের ইজারা মূল্য বাবদ-------টাকা মাত্র ২য় পক্ষের নিকট হতে আমরা (১ম পক্ষ) নগদে বুঝিয়া পেয়ে এবং বাকী ইজারা মূল্য প্রতি বছর ---------টাকা পরিশোধ করার শর্তে আমরা (১ম পক্ষ) স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে ও অন্যের বিনা প্ররোচনায় জলাশয়টির দখল অদ্য ----------ইং তারিখ হতে ৩ বছরের জন্য বুঝিয়ে দিয়ে ও ২য় পক্ষ উক্ত জলাশয়টির দখল বুঝিয়ে পেয়ে নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে চুক্তিবদ্ধ হলাম এবং অত্র চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করলাম।

শর্তাবলী

১. প্রতি বছরের ইজারা মূল্য প্রতি বাংলা বছরের প্রথম মাসেই পরিশোধ করতে হবে
২. ১ম পক্ষ ইজারা মেয়াদ কালীন সময়ে জলাশয়টির দখল অন্য কারও নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন না
৩. ২য় পক্ষ সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী উক্ত জলাশয়টির মাছ চাষ করতে পারবেন এবং বিক্রয়লব্ধ মাছের অর্থের মধ্যে ১ম পক্ষের কোন দাবী দাওয়া থাকবে না।
৪. ১ম পক্ষ ২য় পক্ষকে উক্ত জলাশয়টির মাছ চাষ রক্ষণাবেক্ষণ সহ সকল ধরনের কাজে সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবেন।
৫. ২য় পক্ষ উক্ত নেট পেনে মাছ চাষের জন্য হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবেন।
৬. চুক্তিপত্রে উল্লেখিত ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার পর জলাশয়টি আপনা আপনি ১ম পক্ষের অনুকূলে চলে যাবে।

ইজারা দাতা/ জলাশয়ের মালিক (১ম পক্ষ)

১	
২	

ইজারা গ্রহিতা (২য় পক্ষ)
দলের পক্ষে
সভাপতি..................
সম্পাদক..................

স্বাক্ষীগণ ঃ
হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের পক্ষে ঃ
নাম ঃ
পদবী ঃ
কর্মস্থল ও ঠিকানা ঃ
উপজেলা মৎস্য দপ্তরের পক্ষে ঃ
নাম ঃ
পদবী ঃ
কর্মস্থল ও ঠিকানা ঃ

সংযোজনী-৪

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রকল্প ও সুফলভোগীর মধ্যে চুক্তিপত্র

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পেনে মাছ চাষ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য নিম্নে বর্ণিত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অদ্য ------------ইং তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদিত হলো।

প্রথম পক্ষ

সুফলভোগী দলের নামঃ ---

সুফলভোগী দলের সভাপতির নাম ঃ --

সুফলভোগী দলের সম্পাদকের নাম ঃ ---

গ্রামঃ --------- ইউনিয়নঃ ---------- মৌজাঃ ---------- উপজেলাঃ ---------- জেলা ঃ ---------- ।

দ্বিতীয় পক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলী

এলজিইডি,

জেলা ঃ-----------------

আমরা ১ম পক্ষ নিম্ন বর্ণিত তফসিলে আমাদের মোট-------শতাংশ জলাশয়ের বৈধ মালিক/ইজারাদার। ২য় পক্ষ হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মাছ চাষের জন্য জলাশয়টি ---------ইং তারিখ থেকে ৩ বছরের জন্য নেট পেনে মাছ চাষের প্রস্তাব করলে আমরা উক্ত প্রস্তাবে রাজি হলে আমাদের উভয় পক্ষের সমঝোতায় জলাশয়টির ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্প থেকে ------টাকা সুদ মুক্তঋণ গ্রহন করতে রাজি হই। নিম্ন বর্নিত শর্ত সাপেক্ষে আমরা (১ম ও ২য় পক্ষ) স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে ও অন্যের বিনা প্ররোচনায় জলাশয়টির দখল অদ্য ----------ইং তারিখ হতে ৩ বছরের জন্য নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে চুক্তিবদ্ধ হলাম এবং অত্র চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করলাম।

শর্তাবলী

১. বরাদ্ধকৃত টাকার খাতওয়ারী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় প্রথম পক্ষ্য সমুদয় অর্থ ফেরৎ প্রদানে বাধ্য থাকবে।
২. ১ম পক্ষ ইজারা মেয়াদকালীন সময়ে জলাশয়টিতে দখল অন্য কারও নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন না।
৩. ১ম পক্ষ প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী উক্ত জলাশয়টিতে নেট পেনে মাছ চাষ করতে পারবেন এবং বিক্রয়লব্ধ মাছের লভ্যাংশের মধ্যে ২য় পক্ষ কোন দাবী দাওয়া থাকবে না।
৪. ২য় পক্ষ ১ম পক্ষকে উক্ত জলাশয়টি নেট পেনে মাছ চাষ রক্ষণাবেক্ষণে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবেন।
৫. ১ম পক্ষ উক্ত জলাশয়টির নেট পেনে মাছ চাষের জন্য হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুসরন করতে বাধ্য থাকবেন।
৬. মৎস্য আহরণের পর বিক্রয়লব্ধ অর্থের শতকরা ৪০-৫০ভাগ অর্থ সুফলভোগীদের ব্যাংক হিসেবে জমা করতে হবে।

তফসিল ঃ

প্রথম পক্ষ			
জলাশয়ের মালিক /ইজারা দাতা ঃ	পিতার নাম ঃ	দাগ নং	জমির পরিমান

অর্থদাতা (২য় পক্ষ)

নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি।

স্বাক্ষীগণ ঃ

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের পক্ষে ঃ

নাম ঃ

পদবী ঃ

কর্মস্থল ও ঠিকানা ঃ

উপজেলা মৎস্য দপ্তরের পক্ষে ঃ

নাম ঃ

পদবী ঃ

কর্মস্থল ও ঠিকানা ঃ

পদবী ঃ

কর্মস্থল ও ঠিকানা ঃ

সংযোজনী-৫

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
নেট পেনে মাছ চাষ কার্যক্রমের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

তারিখ ঃ

মাস ঃ   অর্থ বছর ঃ

উপজেলা ঃ   জেলা ঃ

ক্র. নং	সুফলভোগী দলের নাম	ইউনিয়ন	গ্রাম	এনপিএএফজি	নেট পেনে মাছ চাষের জন্য অনুমোদিত বাজেট	এনপিএফজি একাউন্টে ছাড়কৃত টাকার পরিমাণ	সম্পাদিত কাজ ও খরচকৃত টাকা (ক্রমপুঞ্জিত)		সুফলভোগী সংক্রান্ত			মন্তব্য
							কাজের বর্ণণা	টাকা	পুরুষ	মহিলা	মোট	

এসও (মৎস্য)
উপজেলা প্রকৌশলী
প্রকল্প সমন্বয়কারী

এসএমএস (মৎস্য)
সিআরএমসিই
নির্বাহী প্রকৌশলী

ফিশ নেট পেন কালচার স্থাপন সংক্রান্ত বাজেট : (বাঁশের বানা দিয়ে)

প্রথম ফসল এপ্রিল- অক্টোবর ২০১৭

নেট পেনে মাছ চাষ সংক্রান্ত বাজেট: বিনিয়োগ খরচ

ক্র.নং	কাজের বিবরণ	একক সংখ্যা/ পরিমাণ	একক ব্যয়	সুফলভোগী কর্তৃক যোগান (টাকা)	প্রকল্প কর্তৃক যোগান (টাকা)	মোটব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
নেট পেন স্থাপন							
১	খালের ইজারা প্রদান						সুফলভোগী
২	পানি সেচ (মেশিনদ্বারা), তলা সমানকরণ, কাদা সরানো, আগাছা ও খালের পাড় পরিষ্কার						প্রকল্প ও সুফলভোগী
৩	খালের মুখে বাঁশের বানা তৈরি বাবদ খরচ (২ টি বানা)						
ক	বানার জন্য বরাক বাঁশ ক্রয়						প্রকল্প
খ	খুঁটি ও পিলারের জন্য বরাক বাঁশ ক্রয়						প্রকল্প
গ	ঢাসা তৈরির জন্য বরাক বাঁশ ক্রয়						প্রকল্প
ঘ	সুতলি						প্রকল্প
ঙ	বানা তৈরি ও স্থাপন বাবদ লেবার						প্রকল্প ও সুফলভোগী
৪	নৌকা ক্রয়						প্রকল্প ও সুফলভোগী
৫	জাল ক্রয় (মাছধরা ও বানারমুখে দেওয়ার জন্য)						প্রকল্প ও সুফলভোগী
৬	খাদ্য রাখা ও মাছ বিক্রির ঘর তৈরি						প্রকল্প ও সুফলভোগী
৭	দাড়িপাল্লা, ড্রাম, বালতি, বোল, কারেন্টের তার, বাল্ব ইত্যাদি						প্রকল্প
৮	বিবিধ খরচ (প্লাস্টিক চেয়ার টেবিল, খাতাপত্র, কলম ইত্যাদি)						প্রকল্প ও সুফলভোগী
উপমোট ১ =							

নেট পেনে মাছ চাষ সংক্রান্ত বাজেট: চলতি খরচ

ক্র নং	কাজের বিবরণ	একক	একক সংখ্যা/ পরিমাণ	একক ব্যয়- (টাকা)	এক শতাংশে মোটব্যয়- (টাকা)	সুফলভোগী কর্তৃক যোগান (টাকা)	প্রকল্প কর্তৃক যোগান (টাকা)	জলমহালে মোটব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
পেন প্রস্তুতি									
৯	জলাশয়ে চুন প্রয়োগ (প্রতি শতাংশে)	কেজি							প্রকল্প
১০	পোনা সংগ্রহ ও মজুদ করা (প্রতি শতাংশে ৮০টি কার্প)	-							-
ক	রুই (৫-৬ ইঞ্চি)	সংখ্যা							প্রকল্প
খ	কাতলা (৫-৬ ইঞ্চি)	সংখ্যা							প্রকল্প
গ	কার্পিও (৫-৬ ইঞ্চি)	সংখ্যা							প্রকল্প
ঘ	থাই স্বরপুটি (২-২.৫ ইঞ্চি)	সংখ্যা							প্রকল্প
১১	নার্সারী পুকুর ইজারা নেয়া (শতক)	১টি							সুফলভোগী
১২	পরবর্তী ফসলের জন্য ৪০০০০টি পোনা মজুদ ও ব্যবস্থাপনা	-							সুফলভোগী
১৩	মাছ ধরা ও বিক্রি বাবদ								সুফলভোগী
১৪	মাছের সম্পূরক খাবার প্রয়োগ	কেজি							-
ক	১ম কিস্তি (স্টার্টার)	কেজি							প্রকল্প
খ	২য় কিস্তি (গ্রোয়ার)	কেজি							প্রকল্প
গ	৩য় কিস্তি (গ্রোয়ার)	কেজি							প্রকল্প
ঘ	৪র্থ কিস্তি (গ্রোয়ার)	কেজি							প্রকল্প
ঙ	৫ম কিস্তি (গ্রোয়ার)	কেজি							প্রকল্প
১৫	মাছের খাবার দেয়া ও পাহারা	২ জন ১০ মাস							সুফলভোগী
১৬	মাঝে মধ্যে খালে হররা ও জালটানা	থোক							সুফলভোগী
উপমোট ২=									
উপমোট ১ =									
সর্বমোট =									

নেট পেনে মাছ চাষ কার্যক্রমের উৎপাদন পরিকল্পনা

ক্র. নং	প্রজাতির নাম	প্রতি শতাংশে মাছের সংখ্যা	শতাংশে মোট মাছ	আনুমানিক ১০% মৃত মাছের সংখ্যা	বিক্রি উপযোগী মোট মাছ	প্রতি মাছের গড় ওজন (কেজি)	মোট মাছের ওজন (কেজি)	দর/কেজি	মোট মূল্য (টাকা)	মন্তব্য
১	রুই									
২	কাতলা									
৩	সিলভার কার্প									
৪	কার্পিও									
৫	স্বরপুটি									
মোট =										

নেট পেনে মাছ চাষ কার্যক্রমের লাভ ক্ষতি নিরূপণ

মোট ভাভ=	মোট খরচ (বিনিয়োগ + উৎপাদন) ঃ মোট মাছ উৎপাদন..............................কেজি মোট বিক্রয় মূল্য .... টাকা লাভ = মোট বিক্রয় - মোট খরচ

স্যোসাল অর্গানাইজার (মৎস্য)
এইচএফএমএলআইপি-এলজিইডি
(অফিসিয়াল সীল)

এসএমএস (মৎস্য)
এইচএফএমএলআইপি-এলজিইডি
(অফিসিয়াল সীল)

উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি
(অফিসিয়াল সীল)